সরস্বতীরহস্যোপনিষৎ

ভাষ্য - শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার। বঙ্গানুবাদ - শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সাংখ্য কাব্যতীর্থ। উৎস-উৎসব (১৯১১)

অথ সরস্বতীরহস্যোপনিষৎ, ভূমিকা।

বেদে শ্রীসরস্বতীর উপাসনা আছে। ভগবান আশ্বলায়ন ঋক্ মন্ত্র ও বীজমিশ্রিত সরস্বতীদশশ্লোকী দ্বারা এই মহাসরস্বতীর উপাসনা করেন, করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। শ্রীসরস্বতীরহস্যোপনিষদে ইহা দৃষ্ট হয়।

আর্য্যশাস্ত্রের সর্বত্র দেখা যায় নির্গুণব্রহ্ম, সগুণব্রহ্ম ও মূর্ত্তি এই তিন ভাবে পরমপুরুষকে ধারণা করিতে বলা হইয়াছে। এই তিনের কোন একটি বাদ দিলে ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র বুঝা যাইবে না। এই তিনের মধ্যে নির্গুণ ব্রহ্মই স্বরূপ। স্বরূপটি সর্ব্বদা অবিজ্ঞাত বলিয়া, তাঁহার মায়াগুণযুক্ত সগুণরূপ ও মায়ামানুষ বা মায়ামানুষী মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহার উপাসনার বিধি। কিন্তু সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তিটি স্বরূপে স্থিতি ভিন্ন হইবে না। স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুই বলিবার কেহ নাই —যন্ন বেদা বিজানন্তি মনোযত্রাপি কুন্ঠিতম্। ন যাত্র বাক্ প্রভবতি। বেদও জানেন না, মন কুণ্ঠিত হয়, বাক্যও স্ফুরিত হয় না। এইটি স্বরূপ। যেমন সুষুপ্তিতে স্থিতিলাভ হয়, কিন্তু সুষুপ্তিকালে বলা যায় না আমি সুষুপ্ত—অথচ সুষুপ্তিভঙ্গে অনুমান করা যায় সুষুপ্তি অবস্থা কিরূপ, ব্রহ্ম অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধেও তাই। তুরীয় অবস্থা না উল্লেখ করিয়া সুষুপ্তির দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল ; কারণ সুষুপ্তি সম্বন্ধে কিছু অনুমান করা যায়, কিন্তু তুরীয় সম্বন্ধে আদি অন্ত কিছুই ধরিবার উপায় নাই। চতুষ্পাদ ব্রহ্মের তিনপাদ তুরীয়, একপাদের একদেশে মায়ার খেলায় এই জগৎ।

চতুষ্পাদ ব্রহ্মের একপাদের একদেশে যে জগৎ তাহা ব্রহ্মের তুলনায় সূর্য্যকিরণে এসরেণুর মত। পরমার্কের উদয়ে এসরেণুর মত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতেছে, লয় পাইতেছে। এসরেণুর মত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কোন এক ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাখ্যা করিতে গিয়াই, মানুষ কত মতামত চালাইতেছে—ইহারা পরিপূর্ণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে কি বলিবে? মায়াসাগরে নিমজ্জিত হইয়া, মায়ার হস্তে লাঞ্ছিত হইয়া ইহারা সর্ব্বদা এককে আর দেখিতেছে—ইহারা ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলিবে কি?

নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রুতিও অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, নেতি নেতি ভিন্ন কিছুই বলেন না।

পরমব্রহ্ম পরাবাক্। মণির যেমন ঝলক উঠে, সেইরূপ অনন্ত অখণ্ড চিন্মণি হইতে স্বভাবতঃ যে ঝলক উঠে, —চিন্মণির সেই স্পন্দধর্ম্মাত্মিক বাসনারূপটিই মায়া, সর্ব্ব প্রকার চলনরহিত পরমশান্তব্রহ্মের যে কাল্পনিক চলন, তাহাই মায়া। মায়াকেই ব্রহ্ম বলা যায় না, যেমন মণির প্রভাকে মণি বলা হয় না সেইরূপ। আভাজড়িত মণি যিনি, তিনি মায়াশবলিতব্রহ্ম। এই ঝলকজড়িত মণিটিই সগুণ ব্রহ্ম। ইনি পশ্যন্তি বাক্। বরণীয় ভর্গ ইনিই। প্রণব, সমস্ত মন্ত্র, সমস্ত দেবমূর্ত্তি এই বরণীয় ভর্গ। মণির ঝলক যেটি, ব্রহ্মের মায়া যিনি, সেই প্রভাটি মধ্যম বাক্।

মায়াশবলিত সগুণব্রহ্মের যে বাহিরের রূপ তাহাই বিরাট্পুরুষ—তাহাই বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপই বৈখরীবাক্। তুরীয় ব্রহ্মের উপর মায়ার স্বাভাবিক উদয়ে স্বষুপ্তি, স্বপ্ন, জাগ্রৎ এই তিন মায়িক অবস্থা যাতায়াত করে। নির্গুণ ব্রহ্মের উপরে শক্তি বা মায়ার অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমনই সৃষ্টি। আবার সেই স্পন্দনাত্মিক মায়াশক্তির ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় যে গমন—তাহাতেই মহা প্রলয়। যে স্পন্দনের বহির্ম্মুখ, আগমনে সৃষ্টি, সেই স্পন্দন যখন চলনরহিত পরমশান্ত ব্রহ্মবস্তুকে স্পর্শ করিতেছুটিয়া যান, মহাকালী নৃত্য করিতে করিতে যখন মহাকালকে স্পর্শ করেন, তখনই মহাপ্রলয় ঘটে।

ভগবান্ বশিষ্ঠদেব মহাকালীর এই নৃত্য-বর্ণনাকালে বলিতেছেন—

ডিম্বং ডিম্বং মুডিম্বং পচ পচ সহসা
ঝম্যঝম্যং প্রঝম্যং
নৃত্যন্তি শব্দবাদৈঃস্রজমুরসি শিরঃ
শেখরং তার্ক্ষ্যপক্ষৈঃ।
পূর্ণং রক্তাবসানাং যমমহিষমহা-
শৃঙ্গমাদায় পাণৌ

পায়াদ্বো বন্দ্যমানঃ প্রলয়মুদিতয়া
ভৈববঃ কালরাত্র্যা ॥

ভগবতী কালীরূপিণী ময়ুরী যখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিষধর ভুজঙ্গ সকল গ্রাস করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া আনন্দে নৃত্য করেন, যখন সূর্য্যাদি দেবদানবগণের বিবিধ বর্ণের মস্তক কমলমালা দ্বারা গ্রন্থন করিয়া তাহাই কণ্ঠে ধারণ করেন, — আবার ঐ মালার সহিত যখন কৈলাস, মেরু, মন্দর, দহ্য প্রভৃতি পর্ব্বতশ্রেণী ঐ মালার সঙ্গে তাহার গলদেশ হইতে দোদুল্যমান হয়, তখন বাস্তব পক্ষে শৈলকাননাদি সমবেত সেই পূর্ব্বতন ব্রহ্মাণ্ডই মহাপ্রলয়কালে এক মহাপিণ্ডাকার ধারণ করিয়াই নৃত্য করিতে থাকে। প্রলয় তাণ্ডব কি ভয়ানক! সমুদ্র পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া নৃত্য করিতে থাকে, পর্ব্বত অত্যুচ্চ গগনে উঠিয়া নৃত্য করিতে থাকে, আকাশ চন্দ্রসূর্য্যের সহিত ভূমণ্ডলের অধঃপ্রদেশে প্রবেশ করিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়। আকাশে যে স্থানে চন্দ্র সূর্য্য ছিল, সেই স্থানে। পাহাড় পর্ব্বত সহ বনজাল উঠিয়া নৃত্য করতে থাকে। সমস্ত জগৎ বিপর্য্যস্ত হইয়া, সাগরস্রোতে নিপতিত তৃণের ন্যায়, নৃত্যবেগে দিক্প্রান্তে গিয়া ঘুরিতে থাকে।

ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিতেছেন, হে শ্রোতৃবর্গ! যে মহাদেবী, মহাপ্রলয়ে মস্তক গরুড়পক্ষনির্ম্মিত শিখায় বিভুষিত করেন, যিনি গলদেশে মুণ্ডমালাধারিণী, যিনি হস্তে যম মহিষের বিশাল শৃঙ্গ লইয়া পরমানন্দে ডিমি ডিমি ঝম্য ঝম্য পচ পচ ইত্যাকার পদশব্দে নৃত্য করেন, আর ঐ নৃত্যকালে সেই কালভৈরবের দিকে মধ্যে মধ্যে কটাক্ষ করেন – হে শ্রোতৃবর্গ! ভগবতী কালরাত্রি কর্ত্তৃক বন্দ্যমান সেই কালরুদ্র তোমাদের রক্ষা করুন।

এই স্পন্দশক্তিই মহাপ্রলয়ে মহাকালী, ইনিই সৃষ্টিসময়ে মহাসরস্বতী। শ্রুতি ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলেন–

গৌরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষত্যেকপদীদ্বিপদীসা
চতুষ্পদী অষ্টাপদী নবপদী বভূবুষী সহস্রাক্ষরা পরমে বোমন্।

নির্গুণব্রহ্মরূপ পরমব্যোমে প্রতিষ্ঠিতা গৌরবর্ণা শব্দব্রহ্মাত্মিকা বাগ্ দেবী পুনঃ সৃষ্টির প্রারম্ভে বর্ণ, পদ, বাক্যসকল সৃষ্টি করিয়া শব্দ করিয়াছিলেন ইত্যাদি। বাক্ই পরাপশ্যন্তী মধ্যমা ও বৈখর অবস্থা লাভ করিয়া থাকেন। বৈখরী বাক্ই মনুষ্য জানে। অন্য তিন অবস্থা গুহানিহিত।

শ্রুতি ইহা লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন।

চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানিতানি বিদুব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহাত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি ॥

আবার এই স্পন্দশক্তিই আবির্ভাব ও তিরোভাবের অন্তরালে—সৃষ্টি ও সংহারের মধ্যকালে স্থিতিরূপিণী মহালক্ষ্মী।

মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী, মহাকালী সেই একই স্পন্দনাত্মিক মহাশক্তিমায়া। অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আসিয়া ইনিই রূপ ধারণ করেন। ইঁহার মূর্ত্তিরই পূজা হয়।

শ্রীসরস্বতী উপনিষদে কিরূপে ইহার উপাসনা করিতে হয় তাহা বলা হইয়াছে। প্রথম দশশ্লোকে সরস্বতী দশশ্লোকী মহামন্ত্রের ঋষি, ছন্দ, দেবতা, বীজ, শক্তি, কীলক এবং বিনিয়োগ-বিধি আছে। অঙ্গন্যাস আছে, ধ্যান আছে, ঋক্ মন্ত্র আছে। এই দশ মন্ত্রে স্বরূপের কথা বলিয়া শেষ ৩৩ শ্লোকে ইঁহার মূর্ত্তি ও সৃষ্টিতত্ত্বাদি সহ প্রার্থনার কথা আছে। আমরা ঐ উপনিষদের অনুবাদ এবং প্রশ্নোত্তর সহ কঠিন তত্ত্বের অর্থ-আলোচনার প্রয়াস করিতেছি। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সাংখ্য কাব্যতীর্থ ইহার বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। সময়াভাবে তিনি প্রশ্নোত্তরে ইহাকে সুগম করিবার অবসর পান নাই। তাহাও যথাসাধ্য করা হইল। ইহা জানিয়া সরস্বতীপূজা করিলে, তোমার আজ্ঞাপালনে চেষ্টা করা হয়। অধিক বলিবার কি আছে। তুমি প্রসন্ন হও, ইহাই প্রার্থনা।

উপসংহারে আমরা আর দুইটি কথা বলিব। একটি সাধকের প্রতি, দ্বিতীয়টি সমালোচকের প্রতি।

বরণীয় ভর্গই আর্য্যজাতির একমাত্র উপাস্য। বরণীয় ভর্গটি বুঝিয়া সমস্ত মন্ত্র, সমস্ত মূর্ত্তি, সমস্ত দেবতা যে এই

ঝলকজড়িত মণি, এই শুদ্ধসত্ত্ব মায়ামণ্ডিত ব্রহ্ম—এইটি মনে রাখিয়া সাধনা করিলে, এই বরণীয় ভর্গই আমাদিগকে নির্গুণ ব্রহ্মে পৌঁছাইয়া দিবেন ; কারণ ইনিই গায়ত্রী, ইনিই মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী ও মহাকালী ; ইনিই আদিত্যপথগামিনী। রজস্তম অভিভূত করিলেই, শুদ্ধ সত্ত্বের উদয় হয়। শুদ্ধ সত্ত্ব সর্ব্বদা উর্দ্ধে গমন করেন।

সমালোচকদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে, তাহারা যে বলেন ১০ খানি উপনিষদ্‌ই প্রামাণিক, অন্যগুলি আধুনিক —এ সমালোচনা তাহারা পান কোথায়? আর্য্যজাতির শাস্ত্রনিহিত সমস্ত জ্ঞান এই ১০৮ খানি উপনিষদে দৃষ্ট হয়। ভগবান্ শঙ্কর ১০ খানির ভাষ্য করিয়াছেন, তাই ১০ খানি মাত্র উপনিষদ্—অন্যগুলি বাজে গ্রন্থ—এই কি যুক্তি? ভগবান্ শঙ্করের পরমগুরু ভগবান গৌড়পাদ, একমাত্র মাণ্ডূক্যোপনিষদের কারিকা করিয়াছেন—তবে কি বলিতে হইবে ঐ খানি মাত্র প্রামাণিক? ভগবান শঙ্কর নিজের প্রয়োজন বুঝিয়া দশ খানির ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, যেমন তৎপূর্ব্বে গৌড়পাদাচার্য্য মুক্তিকোপনিষদের উপদেশ মত এক মাণ্ডূক্যো মাত্র আশ্রয় করিয়াছিলেন।

এক মাণ্ডূক্যেই মুক্তি হয়। যদি না হয়, দশোপনিষদং পঠ। যদি তাহাতেও না হয়, ৩২ খানি পাঠ কর; যদি তাহাতেও না হয়, ১০৮ খানিতে হইবেই। মুক্তিকোপনিষদ্ ইহাই বলিতেছেন।

আর মূর্তি উপাসনার কথা আছে বলিয়া, ঐ উপনিষদগুলি ত্যাগ করিবে —এ যুক্তি দেয় কে? এ যুক্তিতে মহাভারত, রামায়ণ, সমস্ত পুরাণ, সমস্ত তন্ত্র, সমস্ত গীতা, অধিকাংশ উপনিষদ বা বেদ সমস্ত ত্যাগ করিতে হয়। বেদপ্রমুখ শাস্ত্রের কথা অমান্য করিয়া, যুক্তির কথা অগ্রাহ করিয়া, কোন আধুনিকের পরামর্শে হিন্দু অবিশ্বাসী হইবে? মূর্তির বিরুদ্ধে কোন যুক্তি নাই আবশ্যক হইলে প্রমাণ করা যাইবে।

শ্রীসরস্বতীরহস্যোপনিষদ্

ওঁ প্রতিযোগী বিনির্ম্মুক্ত ব্রহ্মবিদৈক গোচরম্।
অখণ্ড নির্ব্বিকল্পং তদ্রারামচন্দ্রপদং ভজে ॥১

যাঁহার প্রতিযোগী নাই,—যিনি অতুলনীয়,—একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যার ফলে যাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হয়, অখণ্ড নির্ব্বিকল্প সেই শ্রীরামচন্দ্রের পরমপদ আমরা ভজনা করি ॥১॥

শিষ্য- আধুনিক মত শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য। শ্রীরামচন্দ্র ভজিলে কি হইবে?

গুরু—কোন যুক্তিতে ইহা পাওয়া যায় না, প্রাচীন কোন শাস্ত্রেও ইহা নাই। শ্রুতিতে পাওয়া যায় ওঁ যো রামঃ কৃষ্ণতামেত্য ইত্যাদি। স্মৃতিতেও পাওয়া যায়

(১) অহমেবাস পূর্ব্বন্তু নান্যৎ কিঞ্চিন্নগাধিপ।
তদাত্মরূপং চিৎসম্বিৎ পরব্রহ্মৈক নামকম্ ইত্যাদি।
(২) রামং বিদ্ধি পরংব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্ ইত্যাদি।

শাস্ত্রের মত সমস্ত দেবতাই বরণীয় ভর্গ। যিনি যাঁহার উপাসনা করুন না কেন—মূর্তিকে বিশ্বরূপে এবং বিশ্বরূপকে নির্গুণ ব্রহ্মে দেখিতে না পারিলে, তাঁহার দুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি হইবে না। তুরীয় পদটি পরমপদ। সমস্ত উপাসনার লক্ষ্য ঐ পরমপদে স্থিতি। মূর্তি বহু, কিন্তু ব্রহ্ম এক। বস্ত্র অলঙ্কারে সজ্জিত হইলে মানুষের আকার ভিন্ন ভিন্ন দেখায় বটে, কিন্তু মানুষটি একই থাকে; সেইরূপ নাম রূপে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি দেখায় বটে, কিন্তু পরমভাবটি, ব্রহ্মচৈতন্যটি সর্ব্বদাই এক। বহুমূর্তিতে সেই একেরই ভজন হয়।

বাঙ্‌মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনোমে বাচি প্রতিষ্ঠিত—
মাবিরাবীর্ম এধি ॥ বেদস্য ম আণীস্থঃ শ্রুতং মে মা প্রহাসীরণেনাধীতেনাহোরাত্রান্‌সংদধামৃত্যং বদিষ্যামি॥
সত্যং বদিষ্যামি ॥ তন্মামবতু॥ তদ্বক্তারমবতু মামবভু বক্তারমবতু বক্তারম্ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ শান্তিঃ ॥শান্তিঃ ॥

শিষ্য—ইহা কি ?

গুরু—ইহা শান্তিপাঠ মন্ত্র। প্রতি বেদের শান্তিপাঠ মন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন। এই উপনিষদ্ খানির শান্তিপাঠ মন্ত্রে জানা যাইতেছে ইহ ঋগ্-বেদের অন্তর্গত।

শিষ্য—অতি সংক্ষেপে এই মন্ত্রের একটু আভাস দিলে ভাল হয়।

গুরু—হে আবিঃ! হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্মচৈতন্য! তুমি এস। আমি রাগদ্বেষভরা আমিষপূর্ণ হৃদয়ে তোমাকে আসিতে বলিতেছি না। আমি জানি সৌগন্ধপূর্ণ স্বকোমল পুষ্প-শয্যা যাঁহার আসন, তিনি পূতিগন্ধপূর্ণ আমিষ-শয্যায় বসিতে পারেন না। এই জন্য আমি বেদবোধিত কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়াছি। গুরুকৃপায় আমি বহিঃপ্রবৃত্ত শক্তিগুলিকে প্রত্যগাত্মায় প্রবাহিত করিয়া সংযমী হইয়াছি। আমার বাক্য, মনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; মনও বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাক্য মনেরই স্থূলরূপ। গুরু ও বেদান্ত মুখে যাহা শুনিয়াছি, মন তদ্ভিন্ন আর কোন কথা আর ধারণা করে না—বাক্যও মনের ধারণ ভিন্ন অন্য কোন অসম্বন্ধ প্রলাপ বকে না। আমার মন ও বাক্য এক হইয়াছে, হে ভগবতি ব্রহ্মবিদ্যে! তুমি আমায় কৃপা কর। হে বাক্য! হে মন! তোমরা নিতান্ত শুদ্ধ হইয়াছ বলিয়া, আমার জন্য বেদকে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছ। ইত্যাদি।

শিষ্য-আহ কি সুন্দর। শুধু বলিলেই হইবে না—হে ভগবান আমার হৃদয়ে এস। আগে সংযমী হইয়া, চিত্ত শুদ্ধ করিয়া যদি ডাকা যায়, তবে তিনি হৃদয়ে উদয় হয়েন। অশুদ্ধ হৃদয়ে উপাসনা হয় না। এখন পরের কথা বলুন।

হরিঃ ওঁ মৃষয়ে হ বৈ ভগবন্তমাশ্বলায়নং সম্পূজ্য পপ্রচ্ছুঃ কেনোপায়েন তজ্ জ্ঞানং
তৎপদাহর্থাংবভাসকম। যদুপাসনয়া তত্ত্বং জানাসি ভগবন বদ ॥১

হরি ওঁ ঋষিগণ ভগবান আশ্বলায়নকে যথাবিধি পূজা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন –কি উপায়ে তৎপদার্থ অবভাসনক্ষম সেই জ্ঞান লাভ হয় যাঁহার উপাসনা দ্বারা আপনি সেই তত্ত্ব জানিয়াছেন—হে ভগবন! আপনি তাহা বলুন ॥১

শিষ্য-তৎপদার্থ অবভাসনক্ষম জ্ঞান কাহাকে বলে।

গুরু—তৎপদের অর্থ প্রকাশিত হয় যদ্বারা তাহাই জ্ঞান। তৎপদটি স্বরূপতঃ ব্রহ্মের তুরীয় পদ। পরমশান্ত চলনরহিত এই তুরীয় ব্রহ্ম। ইনি অবিজ্ঞাত স্বরূপ। যেমন মানুষ স্বষুপ্ত হয়, কিন্তু সুষুপ্তিকালে দুই থাকে না বলিয়া আমি স্বষুপ্ত একথা বলিবার কেহই থাকে না, সেইরূপ তৎপদার্থে বা নির্গুণ ব্রহ্মে বা আপনি আপনি ভাবে মানুষ স্থিতিলাভ করিতে পারে ; কিন্তু সেই লাভকালে তৎসম্বন্ধে বলিবার কেহই থাকে না। এই জন্য শ্রুতি তটস্থ লক্ষণ যে সগুণ ব্রহ্ম —তাঁহার উপাসনা দ্বারা যেরূপে জ্ঞান লাভ হয় তাহাই বলিতেছেন। তৎএর ভাবই তত্ত্ব। যাঁহার উপাসনা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, ঋষিগণ ভগবান আশ্বলায়নকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥১

সরস্বতী দশশ্লোক্য সঋচাবীজমিশ্রয়া। স্তুত্বা জপ্ত্বা, পরাং সিদ্ধিমলভং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥২

ঋক্ মন্ত্র এবং এবং বীজমিশ্রিত সারস্বতী দশশ্লোকী দ্বারা স্তব করিয়া এবং জপ করিয়া হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আমি সিদ্ধিলাভ করিয়াছি ॥

ঋষয় উচুঃ–
কথং সারস্বতপ্রাপ্তিঃ কেন ধ্যানেন সুব্রত। মহাসরস্বতী যেন তুষ্ট ভগবতী বদ ॥৩

ঋষিগণ বলিলেন, হে সুব্রত! কি প্রকারে এবং কোন্ ধ্যানযোগে সারস্বত মন্ত্র লাভ হইবে—- যাহাতে ভগবতী মহা সরস্বতী প্রসন্ন হইবেন—হে ভগবন্! আপনি তাহা বলুন ॥৩

স হোবাচাশ্চলায়নঃ ॥
অস্য শ্রীসরস্বতী দশশ্লোকী মহামন্ত্রস্য। অহমাশ্বলায়ন ঋষিঃ। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। শ্রীবাগীশ্বরী দেবতা। যদ্বাগিতি বীজম্। দেবীং বাচমিতি শক্তিঃ। প্র ণো দেবীতি কীলকম্। বিনিয়োগ স্তৎপ্রীত্যর্থে। শ্রদ্ধা মেধা প্রজ্ঞা ধারণ বাগ্ দেবতা মহাসরস্বতীত্যেতৈরঙ্গন্যাসঃ ॥
নীহরহারঘনসারমুধাকরাভাং কল্যাণদাং কনকচম্পকদামভূষাম্।
উত্তঙ্গপীকনকুচকুম্ভমনোহরাঙ্গীং বাণীং নমামি মনসা বচসা বিভূত্যৈ ॥১

ভগবান আশ্বলায়ন বলিলেন। এই ঐসরস্বতী দশশ্লোকী মহামন্ত্রের আমি আশ্বলায়ন ঋষি। অনুষ্টুপ্ছন্দ। শ্রীবাগীশ্বরী দেবতা। যৎ বাগ ইতি বীজ। দেবী বাচং এই শক্তি।প্রণো দেবী এই কীলক। তৎপ্রীতিজন্য বিনিয়োগ।

শ্রদ্ধা মেধা প্রজ্ঞা ধারণা বাগ্ দেবতা মহাসরস্বতী এই সমস্ত দ্বারা অঙ্গন্যাস।

নীহার, মুক্তা, হার, কর্পূর এবং সুধাকরের ন্যায় ধবল কান্তি, কল্যাণদায়িনী, সুবর্ণময় চম্পকমাল্যে অলঙ্কৃতা, উন্নত-ঘন-স্তনকলস মনোহরাঙ্গী বাণীকে বিভূতিলাভের জন্য বাক্য ও মনযোগে প্রণাম করিতেছি ॥১

ওঁ প্রণোদেবীত্যস্য মন্ত্রস্য ভরদ্বাজ ঋষিঃ। গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীসরস্বতী দেবতা। প্রণবেন বীজশক্তিঃ কীলকম্। ইষ্টার্থে বিনিয়োগঃ মন্ত্রেণ ন্যাসঃ।

যা বেদান্তার্থ তত্ত্বৈকস্বরূপা পরমার্থতঃ।
নামরূপাত্মনা ব্যক্তা সা মাং পাতু সরস্বতী॥

ঋক্‌মন্ত্র] ওঁ প্রণো দেবী সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী ॥
ধীনাম বিত্র্যবতু ॥১

ওঁ প্রণো দেবী এই মন্ত্রের ভরদ্বাজ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। শ্রীসরস্বতী দেবতা। প্রণব ইহার বীজ, শক্তি ও কীলক। ইষ্টলাভার্থ ইহার বিনিয়োগ। ঋক্ মন্ত্রের দ্বারা অঙ্গকরন্যাস।

পারমার্থিকরূপে একমাত্র বেদান্ত-প্রতিপাদ্য তত্ত্বই যাঁহার স্বরূপ, এবং যিনি নামরূপের সাহায্যে ব্যক্ত হয়েন—সেই দেবী শ্রীসরস্বতী আমাদিগকে রক্ষা করুন।

যিনি দানাদি গুণযুক্তা—যিনি দেবী, যে ক্রিয়ার ফলে অন্নলাভ হয়, যিনি তৎসমন্বিতা—যিনি ধ্যাতৃগণের এবং স্তোতৃগণের বুদ্ধিরক্ষাকারিণী সেই সরস্বতী অন্নসমূহ দ্বারা আমাদিগকে প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করুন ॥১

সরস্বতীর স্বরূপ কি ?

গুরু—বেদান্ত-প্রতিপাদ্য নির্গুণ ব্রহ্মই ইঁহার স্বরূপ। ইনি সৃষ্টিকে রসযুক্ত করেন ও অন্নদান করেন।

আ নো দিব ইতি মন্ত্রস্য অত্রি ঋষিঃ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। সরস্বতী দেবতা। হ্রীমিতি বীজশক্তিঃ কীলকম্ ইষ্টার্থে বিনিযোগঃ। মন্ত্রেণ ন্যাসঃ।

যা সাঙ্গোপাঙ্গ বেদেষু চতুর্ষ্বেকৈব গীয়তে।
অদ্বৈতা ব্রহ্মণঃ শক্তি: সা মাং পাতু সরস্বতী ॥

ঋক্‌মন্ত্র]হ্রীমা (হ্রীং আ) নো দিবো বৃহতঃ পর্ব্বতাদা সরস্বতী যজতাগং তু যজ্ঞম্।
হবং দেবী জুজুষাণা ঘৃতাচী শগ্মান্নো বাচমুশতীশৃণোতু ॥২।

আ নো দিব এই মন্ত্রের অত্রি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। সরস্বতী দেবতা। হ্রীং এই বীজ, শক্তি ও কীলক। ইষ্টলাভার্থে ইহার বিনিয়োগ। মূল ঋক্‌মন্ত্রে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস।

অঙ্গ ও উপাঙ্গ সমন্বিত চারি বেদে একমাত্র যিনি গীত হইয়া থাকেন, ব্রহ্মের সেই অদ্বৈত শক্তি শ্রীসরস্বতী আমাকে রক্ষা করুন।

যজনীয়া দেবী সরস্বতী দ্যোতমান দ্যুলোক হইতে আমাদের যজ্ঞে আগমন করুন। অপিচ জনতৃপ্তিকর মহৎ অন্তরীক্ষলোক হইতে শ্রীসরস্বতী আগমন করুন। (ইহা দ্বারা বুদ্ধিগত মাধ্যমিকা বাকের কথা বলা হইতেছে)। দেবী সরস্বতী আমাদের আহ্বান সেবন (শ্রবণ) করতঃ উদক রাশি দান করতঃ এবং সুখকরী আমাদের স্তুতি-ভাষা আকাঙ্ক্ষা পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।২।।

শিষ্য- চারিবেদের অঙ্গ ও উপাঙ্গ কি কি ?

গুরু— ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব এই চারি বেদ। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ বেদের এই ছয় অঙ্গ। চারিবেদের চারি উপাঙ্গ। গন্ধর্ব্ব বেদ বা সঙ্গীত শাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ বা বৈদিক শাস্ত্র, ধনুর্ব্বেদ ও শিল্প-বিদ্যা। ক্রমান্বয়ে উপরোক্ত চারিবেদের উপর বেদ।

শিষ্য—ব্রহ্মের অদ্বৈতশক্তি কে ?

গুরু—চিন্মণিপ্রভা যাহা, যিনি মায়া, যিনি মধ্যমা বাক্, তিনি সরস্বতী। সর্ব্বলোক ও অন্তরীক্ষ লোক ব্যাপিয়া এই শক্তিই অবস্থান করেন।

পাবকান ইতি মন্ত্রস্য মধুচ্ছন্দ ঋষিঃ। গায়ত্রীছন্দঃ। সরস্বতীদেবতা। শ্রীমীতি বীজশক্তিঃ কীলকম্। ইষ্টার্থে বিনিয়োগঃ। মন্ত্রেণ ন্যাসঃ।

যা বর্ণপদ বাক্যার্থ স্বরূপেণৈব বর্ত্ততে। অনাদিনিধনাঽনন্তা সা মাং পাতু সরস্বতী॥

ঋক্‌মন্ত্র]শ্রীং পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী। যজ্ঞং বষ্টু ধিয়া বসুঃ ॥৩

পাবকান এই মন্ত্রের মধুচ্ছন্দ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। সরস্বতী দেবতা। শ্রীং এই বীজ, শক্তি ও কীলক। ইষ্টলাভার্থে ইহার বিনিয়োগ। ঋক মন্ত্র দ্বারা অঙ্গন্যাস ও করন্যাস।

যিনি বর্ণ, পদ, বাক্য ও তদর্থরূপে বর্তমান, —সেই অনাদি নিধনা, —উৎপত্তিনাশশূন্যা, অনন্তা শ্রীসরস্বতী আমাকে রক্ষা করুন।

যিনি যাজ্ঞিক জনপাবনী এবং প্রচুর অন্নসমন্বিত যজ্ঞাদি ব্যাপারের সম্পাদয়িত্রী এবং কর্ম্মলভ্য ধনের প্রদাত্রী, ঈদৃশী দেবী সরস্বতী আমাদের যজ্ঞ ইচ্ছামাত্রে নির্ব্বাহ করুন ॥৩

শিষ্য- আবার বলুন শ্রীসরস্বতী কে ?

গুরু- যিনি অনাদিনিধনা, যিনি অনন্ত অনন্তকাল ধরিয়া আপন স্বরূপে আপনিই অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি সীমাশূন্যা, যিনি বর্তমানে বর্ণ, পদ, বাক্য ও বাক্যের অর্থরূপে বিশ্বরূপধারিণী—তিনিই সরস্বতী। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডকে যিনি রসযুক্ত করিয়া রাখেন, যিনি জীবকে অন্ন প্রদান করেন, যিনি ধন দান করেন, যিনি সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞের সম্পাদয়িত্রী তিনিই শ্রীসরস্বতী। প্রভাসমন্বিতা চিন্মণিই এই সরস্বতী। ইনিই আপন নির্গুণ স্বরূপে থাকিয়াও সগুণ ব্রহ্ম।

চোদয়িত্রীতি মন্ত্রস্য মধুচ্ছন্দ ঋষিঃ। গায়ত্রী ছন্দঃ। সরস্বতী দেবতা। ব্লু মিতি বীজশক্তিঃ কীলকম্। মন্ত্রেণ ন্যাসঃ।

অধ্যাত্মমধিদৈবং চ দেবানাং সম্যগীশ্বরী।
প্রত্যগাস্তে বদন্তী যা সা মাং পাতু সরস্বতী ॥

অধ্যাত্মমধিদৈবং চ দেবানাং সম্যগীশ্বরী। প্রত্যগাস্তে বদন্তী যা সা মাং পাতু সরস্বতী।।

ঋক্‌মন্ত্র]ব্লূং চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাম্। যজ্ঞং দধে সরস্বতী ॥৪

চোদয়িত্রী মন্ত্রের মধুচ্ছন্দ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। সরস্বতী দেবতা। ব্লূং ইতি বীজ, শক্তি ও কীলক। ঋক্‌মন্ত্রে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস।

আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক দেবতাগণের সম্যক্ ঈশ্বরী। প্রত্যগাত্মা—প্রতিদেহে আত্মা আছেন ইহা যিনি বলিয়া দেন সেই ঐসরস্বতী আমাকে রক্ষা করুন।

প্রিয় সত্যবাক্য প্রেরণকারিণী, সুবুদ্ধিসম্পন্ন অনুষ্ঠাতৃজনগণের নিকট তদীয় অনুষ্ঠেয় জ্ঞাপয়িত্রী যে সরস্বতী তিনি যজ্ঞ ধারণ করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

শিষ্য—এই সরস্বতী আর কি প্রকার ?

গুরু- আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক যত দেবতা আছেন—সমস্ত দেবতার ঈশ্বরী ইনি। ইনিই বরণীয় ভর্গ। মূলে ইনিই আছেন। একেরই পৃথক নামরূপে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা। এই বরণীয় ভর্গই মানুষকে জানাইয়া দিতেছেন দেহের মধ্যে আত্মা কে? ইঁহারই প্রেরণায় মানুষ প্রিয়বাক্য ও সত্যবাক্য বলিয়া থাকে। যাহাকে লাভ করিবার জন্য মানুষ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, এই অদ্বৈতা শক্তিই তাঁহাকে জানাইয়া দিয়া থাকেন। ইনিই জ্ঞপ্তী দেবী। জ্ঞান ইনিই দান করেন। যজ্ঞাদিষ্ঠাত্রী দেবী ইনিই।

মহে অর্ণেতি মন্ত্রস্য মধুচ্ছন্দ ঋষিঃ। গায়ত্রী ছন্দঃ। সরস্বতী দেবতা। সৌরিতি বীজশক্তিঃ কীলকম্। মন্ত্রেণ ন্যাসঃ।

মহো অর্ণ ইতি মন্ত্রস্য। মধুচ্ছন্দ ঋষিঃ। গায়ত্রী ছন্দঃ। সরস্বতী দেবতা। সৌরিতি বীজশক্তিঃ কীলকম্। মন্ত্রেণ ন্যাসঃ।

অন্তর্যাম্যাত্মনা বিশ্বং ত্রৈলোক্যং যা নিযচ্ছতি।
রুদ্রাদিত্যাদিরূপস্থা যস্যামাবেশ্য তাং পুনঃ ॥
ধ্যায়ন্তি সর্ব্বরূপৈকা সা মাং পাতু সরস্বতী।
ঋক্‌মন্ত্র] সৌঃ মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা। ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি ॥৫

মহো অর্ণ এই মন্ত্রের মধুচ্ছন্দ ঋষি। গায়ত্রীছন্দ। সরস্বতী দেবতা। সৌঃ ইতি বীজ, শক্তি ও কীলক। ঋক্‌মন্ত্রে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস।

যিনি অন্তর্যামিনীরূপে ত্রৈলোক্য নিয়মিত করেন, এবং রুদ্র, আদিত্যরূপে অবস্থিত দেবগণ যাঁহাতে আবিষ্ট এবং পুনরায় যাঁহাকে তাঁহারা ধ্যান করেন সেই সর্ব্বময়ী সরস্বতী আমাকে রক্ষা করুন। সরস্বতী দ্বিবিধভাবে বিবর্তিত, বিগ্রহবর্তী দেবতারূপে এবং নদী সরস্বতী রূপে। এই মন্ত্র দ্বারা নদীরূপিণী সরস্বতীর স্তুতি করা হইয়াছে। (সায়ন)

সরস্বতী নদীরূপিণী হইয়া স্বীয় প্রবাহরূপ কর্ম্ম দ্বারা প্রভূত উদকরাশি প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাপন করেন, অপিচ আপন দেবতারূপে বিশ্ববাসী অনুষ্ঠাতৃ জনগণের প্রজ্ঞাকে বিশেষরূপে উদ্দীপিত করেন অর্থাৎ সর্ব্বদা অনুষ্ঠান বিষয়ক বুদ্ধি উৎপাদন করেন ॥৫॥

শিষ্য—শ্রুতি, শ্রীদেবী সরস্বতীকে আরও কোন্ কোন্ ভাবে বর্ণনা করিতেছেন?

গুরু – ইনি অন্তর্যামিনী। চতুষ্পাদ আত্মার তৃতীয় পাদই সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা। যে সম্বিৎ, শক্তি আকারে, চিন্মাত্র আশ্রয় যে মায়া তাহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্টা তিনিই সদাকারা, সদানন্দা, সংসারোচ্ছেদকারিণী। ইনিই সরস্বতী। ইনি চৈতন্যপুরুষ হইতে অভিন্ন। মায়াটি মিথ্যা—মায়ার উপাসনা কোথাও বলা হয় নাই। মায়াধিষ্ঠান চৈতন্যই উপাস্য। এই সরস্বতী অদ্বৈতাশক্তি হইলেও তিনি চৈতন্যরূপিণী। রুদ্র আদিত্যাদি রূপে অবস্থিত দেবগণ তাঁহারই মধ্যে। তিনি সর্ব্বময়ী। ইঁহারই দুই মুর্ত্তি। এক মুর্ত্তি বিগ্রহরূপে পূজিত, অন্য মুর্ত্তি নদীরূপিণী। নদীর প্রবাহই কর্ম্ম। কর্ম্ম দ্বারা ইনি আপনাকে সরস্বতীরূপে জানান। ইঁহার অঙ্গীভূত দেবতারা সাধকের প্রজ্ঞা বর্দ্ধিত করেন।

চত্বারি বাগিতি মন্ত্রস্য উচথ্যপুত্রো দীর্ঘতম ঋষিঃ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। সরস্বতী দেবতা।
ঐমিতি বীজশক্তিঃ কীলকম্। মন্ত্রেণ ন্যাসঃ।
যা প্রত্যগ্ দৃষ্টিভি র্জীবৈ র্ব্যজ্যমানানুভূয়তে।
ব্যাপিনী জ্ঞপ্তিরূপৈকা সা মাং পাতু সরস্বতী ॥
ঋক্‌মন্ত্র] ঐং চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি তানি বির্দুব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ। গুহাত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়তি
তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি ॥৬

'চত্বারি বাক্' ইতি মন্ত্রের উচথ্যপুত্র ভগবান্ দীর্ঘতমা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। সরস্বতী দেবতা। ঐঁ ইতি বীজ, শক্তি ও কীলক। ঋক্‌মন্ত্রে অজ্ঞন্যাস ও করন্যাস।

জীব যখন প্রত্যগাত্মা-বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে দর্শন করেন, তখন ঐ জীব কর্ত্তৃক অভিব্যঞ্জিত হইয়া যিনি অনুভব সীমায় উপনীত হয়েন, সর্ব্বব্যাপিনী জ্ঞপ্তিরূপা সেই সরস্বতী আমাকে রক্ষা করুন।

বাক্—বাঙ্ময়ী সরস্বতীর চারি পর্ব্ব। শব্দরাশির পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা, ও বৈখরী এই চারি অবস্থা। যাঁহারা মনীষী ব্রাহ্মণ, তাঁহারা যোগনেত্রে সেই চারি অবস্থা বিশিষ্ট পদসমূহকে জানিতে পারেন। পরা পশ্যন্তী মধ্যমা এই ত্রিপদ গুহানিহিত। উহা লোকবুদ্ধির অতীত। তূরীয় বা বৈখরী বাক্ যাহা, তাহাই মনুষ্যলোকে পরিচিত। মানবগণ বৈখরী বাক্ সাহায্যেই কথোপকথন করিয়া থাকে।

শিষ্য—বৈখরী বাকের স্বরূপ কি?

গুরু—বৈখরী বাক্‌ই বিশ্বরূপ। ইনিই বিরাট্। বিবিধানি রাজ্যন্তে বস্তূন্যত্রেতি বিরাট্। বিবিধ বস্তু যাহাতে বিরাজ করে তাহাই বিরাট্। নির্গুণ ব্রহ্ম স্বাভাবিক আত্মমায়া দ্বারা বিরাট্ দেহ ধারণ করেন। ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার বিরাট্ দেহ। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পর সেই নির্গুণব্রহ্মই সগুণ হইয়া, ব্রহ্মাণ্ডেপ্রবেশপূর্বকব্রহ্মাণ্ডাভিমানী হইয়া জীব-আখ্যা লাভ করেন।

ঋগ্বেদসংহিতা ২।৩।২২এ ঐ ঋক্ পাওয়া যায়। এই মন্ত্রের বহু ব্যাখ্যা আছে। যাজ্ঞিক, বৈয়াকরণ, নিরুক্তকার ও ঐতিহাসিকগণ ইহার পৃথক্ পৃথক্ অর্থ করেন। মান্ত্রিকগণ বলেন —বাঙ্ময়ী সরস্বতীর পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী এই চারি অবস্থা। একই নাদাত্মিকা বাক্ যখন মূলাধার হইতে উদিত হন, তখন ইনি পরা। উহাই হৃদয়গত হইয়া যখন যোগিগণের দর্শনপথে পতিত হয়েন, তখন উহা পশ্যন্তী। উহাই বুদ্ধিস্থ হইয়া যখন বচনেচ্ছার সহিত মিলিত হয়েন, তখন হৃদয়-মধ্যগত বলিয়া মধ্যমা নামে অভিহিত হয়েন। আবার উনিই যখন মুখমণ্ডলস্থিত হইয়া তালু ওষ্ঠাদির ব্যাপারে বহির্গত হয়েন, তখন তাহাকে বৈখরী বলা যায়। স্বাধীনমনা, বাচ্য শব্দব্রহ্মের অধিগতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ বা যোগিগণ বাগ দেবীর এই চারি পদ দর্শনে সমর্থ। তন্মধ্যে পরা পশ্যন্তী ও মধ্যমা নামক ত্রিবিধা বাক্, হৃদয়গুহায় নিহিত। সাধারণ মনুষ্য, বৈখরী সাহায্যে কথোপকথন করিয়া থাকে। বৈখরী বাক্‌ই সাধারণের মধ্যে পরিচিত। এই ঋকের অর্থাবধারণ করিলে বুঝিতে পারিবে শ্রীসরস্বতী দেবীকে বাগ্‌বাদিনী কেন বলা হয়—উনি বাগ্ দেবী কেন? ॥৬॥

যদ্ বাগ্ বদন্তীতি মন্ত্রস্য ভার্গব ঋষিঃ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। সরস্বতী দেবতা। ক্লীমিতি বীজশক্তিঃ কীলকম্। মন্ত্রেণ ন্যাসঃ।
নাম জাত্যাদিভির্ভেদৈরষ্টধা যা বিকল্পিতা।
নির্ব্বিকল্পাঽত্মনা ব্যক্তা সা মাং পাতু সরস্বতী ॥
ঋক্‌মন্ত্র] ক্লীং যদ্ বাগ্ বদন্ত্য বিচেতনানি রাষ্ট্রী দেবানাং নিষসাদ মন্দ্রা।
চতস্র ঊর্জং দুদুহে পয়াংসি ক্ক স্বিদস্যাঃ পরমং জগাম ॥৭॥

যদ্ বাগ্ বদন্তি এই মন্ত্রের ভার্গব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। সরস্বতী দেবতা। ক্লীং ইতি বীজ, শক্তি ও কীলক। ঋক্‌মন্ত্রে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস।

যিনি নির্ব্বিকল্পস্বরূপে অব্যক্ত হইলেও নাম, জাতি ইত্যাদি অষ্টবিধ রূপে ব্যক্ত হয়েন, সেই শ্রীসরস্বতী আমাকে রক্ষা করুন।

দীপ্তিশালিনী, দেবতৃপ্তিবিধায়িনী মাধ্যমিকা বাক যখন অচেতন বস্তু সমূহ জ্ঞাপন করিয়া করিয়া যজ্ঞদেশে উপবেশন করেন, তখন ইতস্ততঃ অন্ন তৎকারণ জল দোহন করিয়াছেন, কিন্তু এই মাধ্যমিকা বাকের আপন পরমস্বরূপ কোথায় তাহা দেখা যায় না ॥৭॥

শিষ্য—শ্রীদেবী সরস্বতী আপন নির্ব্বিকল্পস্বরূপে আপনি আপনি ভাবে অব্যক্তা। কিন্তু যখন ব্যক্তাবস্থায় আগমন করেন, তখন নাম, জাতি ইত্যাদি অষ্টবিধ রূপেই ব্যক্ত হয়েন। ব্যক্তাবস্থায় তাহার রূপ কি ?

গুরু—দীপ্তিময়ী—আনন্দময়ী ইনি এই মধ্যমাবস্থায় অচেতন জড়-সমূহকে জানাইয়া দেন। ইনি যজ্ঞস্থানে উপবেশন করেন। ইনি অন্ন ও জল প্রদান করেন। স্বরূপে কিন্তু ইনি অবিজ্ঞাতা ॥৭॥

দেবীং বাচমিতি মন্ত্রস্য ভার্গব ঋষিঃ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। সরস্বতী দেবতা। সৌরিতি বীজশক্তিঃ কীলকম্। মন্ত্রেণ ন্যাসঃ ॥
ব্যক্তাঽব্য গিরঃ সর্ব্বে বেদাদ্যা ব্যাহরন্তি যাম্। সর্ব্বকামদুধা ধেনুঃ সা মাং পাতু সরস্বতী ॥
ঋক্‌মন্ত্র] সৌঃ দেবীং বাচমজনয়ন্ত দেবাস্তাং বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি।
সা নে মন্দ্রেষমূর্জং দুহানা ধেনুর্বাগস্মানুপসুষ্টুতৈতু ॥ ৮॥

দেবীং বাচং এই মন্ত্রের ভার্গব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। সরস্বতী দেবতা। সৌঃ এই বীজ, শক্তি ও কীলক। ঋক্‌মন্ত্রে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস।

সমস্ত বেদ ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাষায় যাঁহার কথা কীর্ত্তন করেন, সর্ব্বকামধেনুস্বরূপা সেই দেবী সরস্বতী আমাকে রক্ষা করুন।

এই মাধ্যমিকা বাক্ সর্ব্বপ্রাণীর অন্তর্গতা এবং ধর্ম্মাভিবাদিনী। শ্রুতি ইঁহার বিভূতি প্রকট করিতেছেন।

আধ্যাত্মিক দেবগণ, দেবী (দ্যোতমানা) মাধ্যমিক বাক্‌কে আবিষ্কার করেন, বিশ্বরূপধারিগণ ব্যক্ত ও অব্যক্ত

ভাষায় সেই বাক্ ব্যবহার করিয়া থাকেন (কেননা বৈখরীর মূল এই মধ্যমা বাক্)। আনন্দজননী এই মাধ্যমিকা বাগ্ দেবী বৃষ্টি দানে আমাদের জন্য অন্ন ও ঘৃতাদিরূপ রস ক্ষরণ করেন, অতএব সেই ধেনুরূপা বাগ্ দেবী আমাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া আমাদের নিকটে আগমন করুন ॥৮॥

গুরু – বুঝিয়াছ কি দেবী সরস্বতী কে?

শিষ্য—সমস্ত বেদ ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাষায় যাঁহার কথা কীর্ত্তন করেন, যিনি সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন—এই ত বলিতেছেন।

গুরু – বেদ, ব্যক্ত ভাষায় যাঁহার কথা কীর্ত্তন করেন, তিনি সগুণ ব্রহ্ম। আর অব্যক্ত ভাষায় যাঁহার কথা কীর্ত্তন করেন, তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম। সরস্বতী দেবী আপনস্বরূপে নির্গুণ ব্রহ্মরূপিণী। তটস্থ লক্ষণে তিনিই বিশ্বরূপিণী। বিশ্বরূপটি তাঁহার সমষ্টিরূপ, কিন্তু ব্যষ্টিরূপে তিনি মুর্ত্তি গ্রহণ করিয়া দেব-নর মধ্যে পুজিতা।

দেবতাগণ এই জ্যোতিস্বরূপিণী মধ্যমা বাক্ কে প্রথমে আবিষ্কার করেন। বরণীয় ভর্গকে (ভূমিকাতে) মধ্যমা বাক্ বলা হইয়াছে। ইনি আনন্দজননী। ইনি রসস্বরূপিণী৷ ইনিই বৃষ্টি দানে আমাদের জন্য অন্ন ও ঘৃতাদি রস ক্ষরণ করেন। সকল দেবতাই আপনস্বরূপে নির্গুণ ব্রহ্ম। ব্যক্ত সমষ্টিভাবে বিশ্বরূপ এবং ব্যক্ত ব্যষ্টিভাবে প্রচলিত মুর্ত্তি। এই তিনের কোন একটি বাদ দিলে, ঋষিগণের কথা আমরা বুঝিতে অক্ষম হই। দেবতারাই মানুষের আকাঙ্খা পূর্ণ করেন, সঙ্গে সঙ্গে ইহারও ধারণা চাই।

উতত্ব ইতি মন্ত্রস্য বৃহস্পতি ঋষিঃ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। সরস্বতী দেবতা। সমিতি বীজঃ শক্তি কীলকম্। মন্ত্রেণ ন্যাসঃ।

যাং বিদিত্বাখিলং বন্ধং নির্মথ্যামলবর্ত্মনা।
যোগী যাতি পরং স্থানং সা মাং পাতু সরস্বতী।।

ঋক্‌মন্ত্র] সমূত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্।
উতো ত্বস্মৈ তন্বাং ত বিসস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ ॥৯॥

উতত্ব এই মঞ্জের বৃহস্পতি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। সরস্বতী দেবতা। সং এই বীজ শক্তি ও কীলক। ঋক্‌মন্ত্রে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস।

যোগিগণ যদীয় জ্ঞানের সাহায্যে অখিল সংসারবন্ধন উন্মথিত করিয়া নির্ম্মল পথ দিয়া পরমস্থানে গমন করেন, সেই শ্রীদেবী সরস্বতী আমাকে রক্ষা করুন।

ঋক মন্ত্রানুবাদ] কেহ কেহ মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়াও বাক্ কে দেখিতে পান না, অর্থাৎ দর্শনেন ফল প্রাপ্ত হন না। আবার কেহ কেহ ইহাকে শুনিয়াও শুনেন না অর্থাৎ শ্রবণের ফল প্রাপ্ত হন না। শ্রুতির অর্দ্ধাংশ দ্বারা অজ্ঞজনের কথা বলা হইল। তৃতীয়পাদে বেদার্থবিৎজনের কথা বলা হইতেছে—অপর কাহারও নিকট তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। ঋতুকালে সম্ভোগাভিলাষিণী জায়া যেমন সাজসজ্জা করিয়া পতির নিকট আপনাকে বিবৃত করেন, সেইরূপ। অর্থাৎ বেদার্থবিদ বাক্ কে শুনিতেও পান এবং বুঝিতেও পারেন— ইহাই বেদার্থবিদের প্রশংসা ॥৯॥

অম্বিতম ইতি মন্ত্রস্য গৃৎসমদ ঋষিঃ। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। সরস্বতী দেবতা। ঐমিতি বীজশক্তিঃ কীলকম্। মন্ত্রেণ ন্যাসঃ।

নামরূপাত্মকং সর্ব্বং যস্যামাবেশ্যতাং পুনঃ। ধ্যায়ন্তিব্রহ্মরূপৈকা সা মাং পাতু সরস্বতী॥

ঐং অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতী। অপ্রশস্তা ইব স্মসি প্রশস্তি মম্ব ন স্কৃধি ॥১০॥

অম্বিতম এই মন্ত্রের গৃৎসমদ ঋষি। অনুষ্ঠুপ্ ছন্দ। সরস্বতী দেবতা। ঐঁ এই বীজ, শক্তি ও কীলক। ঋক্‌মন্ত্রে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস।

নামরূপাত্মক নিখিল বিশ্ব যাহাতে সমাবেশিত হইয়াছে এবং পুনরায় যাঁহারই স্তব করিয়া থাকে, —অদ্বিতীয়া ব্রহ্মরূপা সেই শ্রীদেবী সরস্বতী আমাকে রক্ষা করুন।

শ্রীসরস্বতীর নির্গুণ ব্রহ্মত্ব ও সগুণ বিশ্বরূপত্ব বর্ণনা করিয়া, শ্রুতি এক্ষণে ইঁহার মায়ামুর্ত্তি বর্ণন করিতেছেন। শ্রীদেবী সরস্বতীর নিকট প্রার্থনা কতই সুন্দর। ইহার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিতত্ত্ব ও সমাধি—শ্রুতি বুঝাইয়াছেন।

চতুর্ম্মুখ-মুখাম্ভোজবনহংসবধূর্মম। মানসে রমতাং নিত্যং সর্ব্বশুক্লাসরস্বতী ॥১॥

নমস্তে শারদে দেবি! কাশ্মীরপুরবাসিনি! ত্বামহং প্রার্থয়ে নিত্যং বিদ্যাদানং চ দেহি মে ॥২॥

অক্ষসূত্রাঙ্কুশধরা পাশপুস্তকধারিণী। মুক্তাহারসমাযুক্তা বাচি তিষ্ঠতু মে সদা ॥৩॥

চতুর্ম্মুখের মুখরূপ কমলবনের হংসবধূরূপা সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী আমার মানসসরোবরে বিহার করুন ॥১॥

হে কাশ্মীর-পুরবাসিনি! দেবি, শারদে! তোমাকে প্রণাম, তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি —তুমি আমায় বিদ্যাদান কর ॥২॥

অক্ষ সূত্রাঙ্কুশধারিণী, পাশপুস্তক-ধরা, মুক্তাহার সমালঙ্কৃতা (সরস্বতী) সর্ব্বদা আমার বাক্যে অধিষ্ঠিত থাকুন ॥৩॥

কম্বুকণ্ঠী সুতাম্রোষ্ঠী সর্ব্বাভরণভূষিতা। মহাসরস্বতী দেবী জিহ্বাগ্রে সন্নিবিশ্যতাম্ ॥৪॥

যা শ্রদ্ধা ধারণা মেধা বাগ্ দেবী বিধিবল্লভা। ভক্তজিহ্বাগ্রসদনা শমাদিগুণদায়িনী ॥৫॥

নমামি যামিনীনাথ লেখালঙ্কৃতকুন্তলাম্। ভবানীং ভবসন্তাপনির্ব্বাপণ-সুধানদীম ॥৬॥

যঃ কবিত্বং নিরাতঙ্কং ভুক্তিমুক্তিং চ বাঞ্ছতি। সোঽভ্যৈর্চ্যৈনা দশশ্লোক্যা নিত্যং স্তৌতি সরস্বতীম্ ॥৭॥

তস্যৈবং স্তবতো নিত্যং সমভ্যর্চ্য সরস্বতীম্। ভক্তিশ্রদ্ধাঽভিযুক্তস্য ষান্মাসাৎ প্রত্যয়োভবেৎ ॥৮॥

ততঃ প্রবর্ত্ততে বাণী স্বেচ্ছয়া ললিতাঽক্ষরা। গদ্যপদ্যাত্মকৈঃ শব্দৈরপ্রমেয়ৈর্ব্বিক্ষিতৈঃ ॥৯॥

অশ্রুতো বুধ্যতে গ্রন্থঃ প্রায়ঃ সারস্বতঃ কবিঃ। ইত্যেবং নিশ্চয়ং বিপ্রাঃ সা হো বাচ সরস্বতী ॥১০॥

যাঁহার কণ্ঠদেশ শঙ্খের ন্যায় ত্রিরেখাযুক্ত, ওষ্ঠ আরক্ত, যিনি সর্ব্বাভরণে বিভূষিত, —সেই দেবী মহাসরস্বতী আমার জিহ্বাগ্রে সন্নিবিষ্ট হউন ॥৪

যে বাগ্‌দেবী শ্রদ্ধা, ধারণা ও মেধাস্বরূপা, যিনি বিধিবল্লভা (অর্থাৎ ব্রহ্মাণী) যিনি ভক্তজনের জিহ্বাগ্রবাসিনী এবং শমাদিগুণদায়িনী ॥৫

চন্দ্রলেখা দ্বারা যাঁহার অলকমালা অলঙ্কৃত, যিনি ভবানী এবং ভবসন্তাপনির্ব্বাপণে সুধাময়ী-নদী, তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি ॥৬

কবিত্ব, অভয় ও ভোগ-মোক্ষে যাঁহার অভিলাষ আছে, সে ব্যক্তি সরস্বতীকে বিধিমতে পূজা করিয়া, এই দশশ্লোকী দ্বারা নিত্য তাঁহার স্তব করেন ॥৭॥

নিত্যপুজার অনন্তর ভক্তি শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া যে ব্যক্তি সরস্বতীর স্তব করেন, ছয়মাসে তাহার প্রত্যয় অর্থাৎ জ্ঞানলাভ ঘটে ॥৮

অনন্তর স্বেচ্ছাক্রমে সুললিত বর্ণে গদ্য-পদ্যময় অভিপ্রেতার্থ-প্রকাশক ভাষা, তাঁহার মুখবিবর হইতে বহির্গত হইতে থাকে ॥৯

সরস্বতীর উপাসক ব্যক্তি প্রায়শঃ কবি হন, এবং গুরুমুখে না শুনিলেও তিনি অর্থবোধে সমর্থ হন। হে বিপ্রগণ! সরস্বতা এই নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন ॥১০

আত্মবিদ্যা ময়ালব্ধা ব্রহ্মণৈব সনাতনী। ব্রহ্মত্বং মে সদা নিত্যং সচ্চিদানন্দরূপতঃ ॥১১॥

প্রকৃতিত্বং ততঃ সৃষ্টং সত্ত্বাদিগুণসাম্যতঃ। সত্যমাভাতি চিচ্ছায়া দর্পণেপ্রতিবিম্ববৎ ॥১২॥

তেন চিৎ প্রতিবিম্বেন ত্রিবিধা ভাতি সা পুনঃ। প্রকৃত্যবচ্ছেন্নতয়া পুরুষত্বং পুনশ্চ তে ॥১৩॥

শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানায়াং মায়ায়াং বিম্বিতো হ্যজঃ। সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতির্মায়েতি প্রতিপাদ্যতে ॥১৪॥

সা মায়া স্ববশোপাধিঃ সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্যহি। বশ্যমায়ত্বমেকত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং চ তস্য তু ॥১৫॥

সাত্ত্বিকত্বাৎ সমষ্টিত্বাৎ সাক্ষিত্বাজ্জগতামপি। জগৎ কর্ত্তুমকর্ত্তুং বা চান্যথা কর্ত্তুমীশতে ॥১৬॥

শ্রুতি সাহায্যেই আমি সনাতনী ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছি। ব্যবহার-দৃষ্টিতে যাহা যুষ্মৎপদবাচ্য জীবচৈতন্য, তাহা সর্ব্বদা আমার নিকট সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত॥১১

তাহা হইতে গুণসাম্যরূপিণী প্রকৃতির সৃষ্টি হয়, —দর্পণে যেমন মুখ প্রতিবিম্বিত হয়, তদ্রূপ এই প্রকৃতিতে ছায়া বা আভাসরূপে চিৎ প্রতিবিম্বিত হয়েন ॥১২

সেই প্রকৃতি, সেই চিৎপ্রতিবিম্বযুক্ত হইয়া ত্রিবিধরূপে প্রতিভাত হয়েন। প্রকৃতি দ্বারা অবচ্ছিন্ন হওয়াতেই চিতের পুরুষত্ব হইয়া থাকে ॥১৩

সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতিকে মায়া বলে। অজপুরুষ শুদ্ধসত্ত্ব-প্রধানা মায়াতে প্রতিবিম্বিত হয়েন এবং ঈশ্বর নামে অভিহিত হয়েন ॥১৪

সেই মায়া সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের স্ববশীভূত উপাধি। সুতরাং সেই ঈশ্বর বশীকৃত মায়া সর্ব্বজ্ঞ এবং এক ॥১৫

ঈশ্বরের উপাধিভূত মায়া সাত্ত্বিক বলিয়া, সমষ্টি উপাধি বলিয়া, তিনি এই জগৎ রচনা করিতে বা না করিতে বা অন্যরূপ জগৎ রচনা করিতে সমর্থ ॥১৬

যঃ স ঈশ্বর ইত্যুক্তঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিভির্গুণৈঃ। শক্তিদ্বয়ং হি মায়ায়া বিক্ষেপাবৃতি রূপকম্ ॥১৭॥
বিক্ষেপশক্তির্লিদি ব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃজেৎ। অন্তর্দৃগদৃগ্দৃশ্যয়োর্ভেদং বহিশ্চ ব্রহ্মসর্গয়োঃ ॥১৮॥
আবৃণোত্যপরা শক্তিঃ সা সংসারস্য কারণম্। সাক্ষিণঃ পুরতো ভাতং লিঙ্গদেহেন সংযুতম্ ॥১৯॥
চিতিচ্ছায়া সমাবেশাজ্জীবঃ স্যাদ্ব্যাবহারিকঃ। অস্য জীবত্বমারোপাৎ সাক্ষিণ্যপ্যবভাসতে ॥২০॥
আবৃতৌ তু বিনষ্টায়াং ভেদে ভাতেঽপ্রযাতি তৎ। তথা সর্গব্রহ্মণোশ্চ ভেদমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥২১
যা শক্তিস্তদ্বশাৎব্রহ্ম বিকৃতত্বেন ভাসতে। অত্রাপ্যাবৃতি নাশেন বিভাতি ব্রহ্ম সর্গয়োঃ ॥২২॥

যিনি এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন, তিনি সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি গুণে ঈশ্বর বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন। মায়ার দুইটি শক্তি— বিক্ষেপ-শক্তি এবং আবরণ-শক্তি ॥১৭

বিক্ষেপ- শক্তি (হিরণ্যগর্ভের সমষ্টি লিঙ্গশরীর হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত জগৎ সৃষ্টি করে। ভিতরে দ্রষ্টা (পুরুষ), এবং দৃশ্য (বুদ্ধিসত্ত্ব) এই উভয়ের এবং বাহিরে ব্রহ্ম ও সৃষ্টির ভেদ ॥১৮

অন্তর্ব্বহিঃ এই উভয়বিধ শক্তি, যে আবরণ করে, তাহাই আবরণশক্তি ; এবং তাহাই সংসারের কারণ। সাক্ষিপুরুষের সম্মুখে লিঙ্গদেহের সহিত সংযুক্ত হইয়া দৃশ্য ভাসমান হয় ॥১৯

এবং চিতিচ্ছায়ার আরোপে (বুদ্ধি-সত্ত্ব) ব্যাবহারিক জীবরূপে পরিণত হয়। এই আরোপ বশতঃ সাক্ষিচৈতন্যেরও জীবত্ব ভাসমান হয় ॥২০

আবরণশক্তির বিনাশ হইলে এবং পুনরায় পূর্ব্বোক্ত ভেদবুদ্ধির উদয় হইলে, আরোপিত জীবত্ব অপগত হয়। সেই সৃষ্টি ও ব্রহ্মে যে ভেদ রহিয়াছে – আবরণশক্তি এই ভেদকে আচ্ছাদন করিয়া বর্তমান থাকে ॥২১

এবং তজ্জন্যই, ব্রহ্ম অপ্রকৃত অবস্থায় (সংসাররূপে) ভাসমান হয়েন। এ স্থলেও (পূর্ব্ববৎ) আবরণ- বিনাশে ব্রহ্ম ও সংসারের ভেদ পরিস্ফুট হইয়া পড়ে ॥২২

ভেদস্তয়োর্বিকারঃ স্যাৎ সর্গে ন ব্রহ্মণি ক্কচিৎ। অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশ পঞ্চকম্ ॥২৩
আদ্যত্রয়ংব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততোদ্বয়ম্। অপেক্ষ্য নামরূপে দ্বে সচ্চিদানন্দতৎপরঃ ॥২৪
সমাধিং সর্ব্বদা কুর্য্যাৎ হৃদয়ে বাঽথবা বহিঃ। সবিকল্পো নির্বিকল্পঃ সমাধির্দ্বিবিধো হৃদি॥ ২৫
দৃশ্যশব্দানুভেদেন সবিকল্পঃ পুনর্দ্বিধা। কামাদ্যাশ্চিত্তগা দৃশ্যাস্তৎ সাক্ষিত্বেন চেতনম্ ॥২৬
ধ্যায়েৎ দৃশ্যানুবিদ্ধোঽয়ং সমাধিঃ সবিকল্পকঃ। অসঙ্গ সচ্চিদানন্দঃ স্বপ্রভো দ্বৈতবর্জ্জিতঃ ॥২৭
অস্মীতিশব্দবিদ্ধোঽয়ং সমাধিঃ সবিকল্পকঃ। স্বানুভূতি রসাবেশাৎ দৃশ্যশব্দাদ্যপেক্ষিতুঃ ॥২৮

তদুভয়ের ভেদ, ইহাই বিকৃতি, সৃষ্টিদশায় এই ভেদ হয়, ব্রহ্মাবস্থায় এ সমুদয় কিছুই থাকে না। অস্তি, ভাতি, প্রিয়, নাম ও রূপ এই পাঁচটি অংশ ॥২৩

তন্মধ্যে আদিস্থিত তিনটি অংশ ব্রহ্মের স্বরূপ, তদ্ভিন্ন দুইটি (অর্থাৎ নাম রূপ) জগতের স্বরূপ। প্রথমতঃ নামরূপ সাপেক্ষ হইয়া সচ্চিদানন্দপরায়ণ ব্যক্তি ॥২৪

সর্ব্বদা হৃদয়ে বা বাহিরে সমাধির অনুষ্ঠান করিবে। হৃদয়ে সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প ভেদে সমাধি দ্বিবিধ ॥২৫

তন্মধ্যে দৃশ্য ও শব্দানুবিদ্ধ সমাধি, সবিকল্প সমাধি নামে অভিহিত। চিত্তগত কামাদি বৃত্তিকে দৃশ্যরূপে এবং তাহার দ্রষ্টারূপ চেতনপুরুষকে ধ্যান করিবে ॥২৬

ইহা দৃশ্যানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি। আমি অসঙ্গ, সচ্চিদানন্দ, স্বয়ংপ্রভ এবং দ্বৈতবর্জ্জিত ॥২৭

ইহা শব্দানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি। দৃশ্যশব্দাদি-সাপেক্ষ চিত্ত যখন সবিকল্প সমাধির ফলে স্বানুভূতি রসে ভরিয়া যাইবে ॥২৮

নির্বিকল্পঃ সমাধিঃ স্যান্নিবাতস্থিতদীপবৎ। হৃদীব বাহ্যদেশেঽপি যস্মিন্কস্মিংশ্চ বস্তুনি॥২৯
সমাধিরাদ্য সন্মাত্রান্নামরূপ পৃথক্ কৃতিঃ। স্তব্ধীভাবো রসাস্বাদাৎ তৃতীয়ঃ পূর্ব্ববন্মতঃ ॥৩০
এতৈঃ সমাধিভিঃ ষড়্ভির্নয়েৎ কালং নিরন্তরম্। দেহাভিমানে গলিতে বিজ্ঞাতে পরমাত্মনি। যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র পরামৃতম্ ॥৩১
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাঽস্য কর্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে ॥৩২
ময়ি জীবত্বমীশত্বং কল্পিতং বস্তুতো নহি। ইতি যস্তু বিজানাতি স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥৩৩ ইত্যুপনিষৎ। ওঁ বাঙ মে মনসীতি শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ তৎসৎ ॥
ইতি সরস্বতীরহস্যোপনিষদ সমাপ্ত।

তখন নিবাতস্থিত দীপ শিখার ন্যায় চিত্ত স্থিরতালাভ করিবে ; ইহাই নির্ব্বিকল্প সমাধি। যেমন হৃদয়ে, সেইরূপ বাহিরে, সেইরূপ যে কোনও বস্তুতে ॥২৯

আদি সন্মাত্র অবস্থা হইতে যে নামরূপ পৃথক করা এবং সচ্চিদানন্দ রসাস্বাদনে চিত্তের যে স্তব্ধীভাব (স্তব্ধতা)— তাহাই নির্ব্বিকল্প সমাধি। ইহা পূর্ব্ববৎ ত্রিবিধ ॥৩০

এই ষড় বিধ সমাধি দ্বারা নিরন্তর কালযাপন করিবে। এইরূপে দেহাভিমান বিগলিত হইয়া পরমাত্মা জ্ঞানগোচর হইলে, যেখানে সেখানে মন যায় সেইখানেই পরমামৃত দর্শন হয় ॥৩১

সেই পরাবর মুর্ত্তি দর্শন- সীমায় উপনীত হইলে হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সর্ব্ব-সংশয় ছিন্ন হয় এবং কর্ম্ম ক্ষয় হয় ॥৩২

জীবত্ব এবং ঈশত্ব আমাতেই কল্পিত, বস্তুতঃ নহে ; যে ব্যক্তি বিশেষরূপে ইহা জানিতে পারে, সে ব্যক্তি মুক্ত—ইহাতে সংশয় নাই ॥৩৩

ইহাই উপনিষদের উপদেশ–

শান্তি পাঠ।

ওঁ তৎসৎ।

ইতি সরস্বতীরহস্তোপনিষদ্ সমাপ্তা ।